কমপিউটারে ওয়েবসাইট ব্লক করা

মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান

বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে অনেকের বিরক্তির কারণ হয়ে গেছে। কেননা অনেক ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা বাদ দিয়ে ইন্টারনেট নিয়ে বসে থাকে, ফলে সেসব ছাত্রছাত্রীর পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটছে। তাই অভিভাবকেরা কমপিউটার থেকে ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছেন, আবার প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজের পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট ভিজিটের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে, যেমন : অবৈধ সাইট ভিজিট করা, ব্লগিং করা, ফেসবুক, ইউটিউব ব্যবহার করা ইত্যাদি। অনেকেই অফিসে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট ব্লক করার টুল ব্যবহার করছেন যেনো কেউ কাজ বাদ দিয়ে ইন্টারনেটে বসে থাকতে না পারে। অন্যদিকে অনেক ব্যবহারকারী কমপিউটারের সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ওয়েবসাইট ব্লক করে রাখতে চান, যাতে কেউ অগোচরে ওই ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করতে না পারে। ওয়েবসাইট ব্লক করার জন্য কোম্পানির দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের টেকনিক ব্যবহার করছেন। এমনই দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এর একটি দিয়ে সফটওয়্যার ছাড়াই ওয়েবসাইট ব্লক করতে পারবেন এবং অন্যটিতে সফটওয়্যার ব্যবহার করে ওয়েবসাইট ব্লক করতে হবে।

সফটওয়্যার ছাড়া ওয়েবসাইট ব্লক করা : এই কৌশল ব্যবহার করে আপনি যেকোনো ওয়েবসাইট ব্লক করে নিতে পারবেন। যেসব ওয়েবসাইট ব্লক করবেন তা গুগল ক্রোম, ফায়ারফক্স, অপেরা ও ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দিয়েও ভিজিট করতে পারবেন না। এই পদ্ধতিটিকে সফটওয়্যারবিহীন কৌশল বলার কারণ, এতে আপনাকে একটি ফাইল এডিট করে কিছু পরিবর্তন করে নিতে হবে। এই পদ্ধতিতে আপনাকে উইন্ডোজের সিস্টেম ডিরেক্টরিতে থাকা একটি হোস্ট ফাইল এডিট করতে হবে এবং ওখানে যে ওয়েবসাইট ব্লক করতে চাচ্ছেন তার সাথে আইপি অ্যাড্রেস হিসেবে ১২৭.০.০.১ দিতে হবে, যা আপনার কমপিউটারের লোকালহোস্টের আইপি অ্যাড্রেস। এর ফলে কেউ যদি আপনার ব্লক করা ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে চায়, তা হলে তাকে সরাসরি লোকালহোস্টে রি-ডিরেক্ট করে দেবে। এই পদ্ধতিটি উইন্ডোজ ভিস্তা, এক্সপি ও উইন্ডোজ ৭-এ পরীক্ষা করা হয়েছে। ফেসবুক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট এই কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে ব্লক করে নিতে পারবেন। ওয়েবসাইট ব্লক করার কৌশলটি নিচে ধাপে ধাপে আলোচনা করা হয়েছে।

০১. প্রথমে মাই কমপিউটারে প্রবেশ করে যে ড্রাইভে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা হয়েছিল ওই ড্রাইভে প্রবেশ করুন। সাধারণত সি ড্রাইভে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা হয়ে থাকে।

০২. এবার Windows → System32 → drivers → etc ফোল্ডারে প্রবেশ করুন। এখানে Hosts নামে একটি ফাইল দেখতে পাবেন। এটিকে নোটপ্যাড দিয়ে খুলুন। এবার ১২৭.০.০.১ localhost-এর নিচে ১২৭.০.০.১ facebook.com টাইপ করুন। এর নিচে আপনার অপছন্দের ওয়েবসাইটের নামগুলো আইপির পাশ দিয়ে টাইপ করুন।

০৩. ব্লক করা ওয়েবসাইটের ইউআরএল www দিয়ে এবং www ছাড়া টাইপ করুন। যেমন : google.com এবং www.google.com।

০৪. এবার ফাইলটি সেভ করে ব্লক করা ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন। উল্লেখ্য, নোটপ্যাডটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্রিভিলাইজ দিয়ে খুলতে হবে, অন্যথায় আপনি সেভ করতে পারবেন না।

ওপরে আলোচনা করা কৌশলটি কারো জানা থাকলে তিনি সহজেই এটিকে ডিজ্যাবল করে ওয়েবসাইটগুলোয় ভিজিট করতে পারবেন।

ফেসবুক লিমিটার দিয়ে ফেসবুক ব্যবহার বন্ধ করা : ওপরে আলোচনা করা পদ্ধতির সুবিধা ছিল তা ব্যবহার করার জন্য আপনাকে কোনো সফটওয়্যার বা টুল ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ওখানে একটি সমস্যা ছিল হোস্ট ফাইল প্রক্সি বা ভিপিএন নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা বন্ধ করতে পারে না। এখানে অন্য একটি পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে, যা প্রক্সি বা ভিপিএন নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইট ব্লক করতে পারবে।

এই পদ্ধতিতে এফবি লিমিটার নামে একটি উইন্ডোজ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হয়েছে, যা দিয়ে আপনার কমপিউটারের ফেসবুক ও ইউটিউব ব্যবহার বন্ধ করে দিতে পারবেন। এই সুবিধাটি ফ্রি ও পেইড উভয় টুলের জন্য প্রযোজ্য। ফ্রি ভার্সন এফবি লিমিটার ব্যবহার করে আপনি সম্পূর্ণরূপে ফেসবুক ও ইউটিউব ব্যবহার বন্ধ করে দিতে পারবেন। অন্যদিকে পেইড ভার্সনে ওয়েবসাইট ব্লক ও আনব্লক করতে পারবেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওয়েবসাইট ব্লক/আনব্লক করতে পারবেন।

এফবি লিমিটারের ফিচার : ০১. এটি ব্যবহার করে আপনার কমপিউটারের ফেসবুক ও ইউটিউব ব্যবহার বন্ধ করে দিতে পারবেন। ০২. প্রফেশনাল ভার্সনে সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উক্ত ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ করে রাখতে পারবেন। ০৩. যদি সম্পূর্ণরূপে সাইটগুলো বন্ধ করে দিতে চান, তাহলে এই টুলের সাহায্যে করতে পারবেন। ০৪. ফেসবুক ব্যবহার দৈনিক ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন বা ঘণ্টা হিসেবে ব্লক করতে পারবেন তবে ২ থেকে ৪ পর্যন্ত সুবিধা শুধু প্রফেশনাল ভার্সনে পেতে পারেন।

এফবি লিমিটারের ব্যবহার : এফবি লিমিটারটি ব্যবহার করার জন্য http://www.facebooklimiter.com ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। সাইজের দিক থেকে সফটওয়্যারটি মাত্র ১১.৮ মেগাবাইট। এফবি লিমিটারের ফ্রি ভার্সন ব্যবহার করার জন্যও আপনাকে ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, যার ফলে সফটওয়্যারটি আনলক করে ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেসের সুবিধা নিতে পারেন।

এফবি লিমিটার সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার পর চালু করুন। এখন এক ক্লিকেই ওয়েবসাইট ব্লক করতে পারবেন। এই টুলের অন্য একটি সুবিধা হচ্ছে সফটওয়্যারটিকে পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড করে রাখতে পারবেন। ফলে কেউ যদি জেনেও থাকে, আপনি এফবি লিমিটার দিয়ে ফেসবুক ব্লক করে রেখেছেন তাহলে সে এফবি লিমিটার লক করে রাখা পাসওয়ার্ড না জানলে এফবি লিমিটারকে ব্যবহার করতে পারবে না। এই সফটওয়্যারটি উইন্ডোজ এক্সপির সার্ভিস প্যাক ২ থেকে শুরু করে পরের ভার্সনে ব্যবহার করতে পারবেন।

এখানে আরো একটি সুবিধা হচ্ছে ফ্রি ভার্সনে সাত দিনের জন্য প্রফেশনাল ভার্সনের কিছু সুবিধা নিতে পারেন। তবে অসুবিধা হচ্ছে আপনি টাইম সেট করে দিয়ে কোনো ওয়েবসাইট ব্লক করলে ওই সময় পর্যন্ত ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারবেন না এবং ব্লক ওয়েবসাইটকে আনব্লকও করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। ওপরের সার্ভিস দুটি সম্পর্কে আরো জানার জন্য গুগলের সাহায্য নিতে পারেন।

সতর্কতা : বর্তমানে অনেক ব্যবহারকারী ইন্টারনেট ব্যবহারে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং সেসব ব্যবহারকারী কি-জেন, ক্র্যাকটুল ব্যবহার করে ফ্রি ভার্সনের টুলকে রেজিস্টার্ড ভার্সনে কনভার্ট করছেন। কিন্তু যেসব ব্যবহারকারী ইন্টারনেটে নতুন তারা এসব টুল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হয়ে কাজ করবেন। কারণ, কি-জেন, প্যাচ বা ক্র্যাক ফাইলে ভাইরাস থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং এসব যদি ভাইরাস, ট্রোজান হয়ে থাকে তাহলে আপনার কমপিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে।

ফিডব্যাক : *ronyb46@yahoo.com*